সংবাদ

তারিখ 15.5.83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

028

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৯০

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা ও শিক্ষার হাল

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার যে কি হাল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। গ্রাম এলাকায় স্কুলগুলোর অবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিশেষ একটা নেই। সাতক্ষীরার তালা থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে কাহিনী সেদিন বেরিয়েছে ভোলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেলায় তার খুব একটা ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য এলাকাতেই বা তেমন কোন পার্থক্য আছে কি? তালায় ১০৫টি সরকারী, ১৯টি রেজিস্টার্ড ও ১০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সব মিলিয়ে ৩২জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলেও দেখানো হচ্ছে মাত্র ১০ জনের। ভোলা থেকে পাঠানো খবরে দেখা যাচ্ছে, সে মহকুমার রাজাপুর ইউনিয়নের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র দু'জন। মহকুমাটিতে শতাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও '৭৪ সালে শিক্ষকের প্যানেলভুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০০ জনকে এখন পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি। নীলফামারী, বগুড়া, নান্দাইল ও ঝিকরগাছার স্কুলগুলোতেও রয়েছে প্রায় একই ধরনের সমস্যা। শিক্ষকের সংখ্যা কম, চেয়ার-টেবিল বা বেঞ্চি নেই; কোথাও আবার ঘরটিও নেই। এ অবস্থা তালা, ভোলা, নীলফামারী বা নান্দাইলেই শুধু নয়, গ্রাম এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে আজ এ অবস্থা প্রায় সাধারণভাবে বিরাজ করছে।

শিক্ষার এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি কম হয়নি; কিন্তু পরিকল্পিত উদ্যোগের অভাবে তা কার্যকর আজ পর্যন্ত খুব একটা হয়নি। কোন কোন সময় অপরিকল্পিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় হয়ত হয়েছে, তবে বাস্তবে তার যে বিশেষ কোন মূল্য দাঁড়ায়নি প্রাথমিক স্কুলগুলোর অবস্থাই তার প্রমাণ। শিক্ষার এ মূল স্তরকে উপেক্ষা করে নিরক্ষরতা দূর করার নামে যেসব অপ্রয়োজনীয় কার্যকলাপ এর আগে চলেছে এ অবস্থার জন্য তাও কম দায়ী নয়। পরিণামে আজ এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শুধু আসবাবপত্র বা সাজ-সরঞ্জাম শূন্যই হতে বসেনি, দেখা দিয়েছে শিক্ষকের অভাব। এ অবস্থার মুখে বিদ্যার্থীর সংখ্যাও কমে আসছে। বিশ্বাস করা কঠিন, গত ক'বছরে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে; কিন্তু কমেছে ছাত্রের সংখ্যা। স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি হবে-যদি সেখানে থাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ঘাটতি, আসবাবপত্রের অভাব? ছাত্ররা সেসব স্কুলে গিয়ে করবেই বা কি? শিক্ষকই যদি না থাকে, পড়াবে কে? আর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া শিক্ষকদের পক্ষে কতদিনই বা শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে? স্কুলের সংখ্যা বাড়ুক, ভালকথা। কিন্তু যেগুলো রয়েছে সেগুলো তো চালু রাখতে হবে আগে। সুধারামের এক খবরে দেখা যায়, সেখানে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে, আরো কিছু বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থা কি শুধু সুধারামে? একদিকে নতুন স্কুল হবে, আর অন্যদিকে পুরানো স্কুল বন্ধ হবে—এটা কিসের লক্ষণ?

স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রেখেই তো আসছে তার উন্নয়নের প্রসঙ্গ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে বই ও পোশাক দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে এ উদ্যোগ শুভ প্রভাব ফেলবে, এটা আশা করা খুবই সঙ্গত। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বাস্তব সমস্যা রয়েছে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থাও এই সাথেই নিতে হবে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৬ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগবিধি এক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টির জন্য কম দায়ী নয়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত '৮০ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী মহকুমাভিত্তিক প্যানেল কমিটি প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্যে প্যানেল গঠন করতো। অধ্যাদেশে বর্ণিত শর্তানুযায়ী প্রার্থীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে এই প্যানেল করা হতো। পদোন্নতির ব্যাপারেও এ কমিটি সিদ্ধান্ত দিতো। মহকুমাভিত্তিক এ প্যানেল কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে যথেষ্ট অভিযোগই রয়েছে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে এ কমিটি গতিশীল নয়। মহকুমাভিত্তিক বলে অবস্থানগত দূরত্বের জন্য সদস্যদের একত্রে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ায় অসুবিধা দেখা দেয়। এ ত্রুটি এখন শোধরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেদিন প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, এখন নাকি থানাভিত্তিক কমিটি গঠনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে অচলাবস্থা কাটানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা শিগগির নেয়া দরকার।

নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ এসব অনিয়ম দূর করতে সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করবো। তবে শুধু শিক্ষক নিয়োগই শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট নিরসনে যথেষ্ট হবে না। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও অবশ্যই চাই। আর এজন্য অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষা প্রসারের বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য মাথাপিছু এক টাকা ব্যয় যে যথেষ্ট নয় সেটা উপলব্ধি না হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থার সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব হবে কি?